059

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১

উপজেলা পরিক্রমা

নেছারাবাদ

12/10/86

॥ নাছির খান ॥

পিরোজপুর জেলার সাবেক স্বরূপকাঠি উপজেলার বর্তমান নাম নেছারাবাদ। শর্ষিনার মরহুম পীর সাহেব কেবলা হযরত মওলানা নেছার উদ্দিন (রাঃ)-এর নামানুসারে এ উপজেলার নতুন এ নামকরণ। প্রায় ২ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ১১৩.৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ জনপদ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের তুলনায় এ এলাকা অনেক পিছিয়ে আছে।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হল ধান, পেয়ারা, ইক্ষু, নারিকেল, সুপারি ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জী ইত্যাদি। পেয়ারা উৎপাদনে এ জনপদের রয়েছে দেশ জুড়ে খ্যাতি। প্রতি বছর এখান থেকে লাখ লাখ মণ পেয়ারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, গুদামজাতকরণ সমস্যা, হিমাগারের অভাব প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর এ এলাকার প্রচুর পেয়ারা পচে নষ্ট হচ্ছে। এসব ফলমূল সংরক্ষণের জন্য এখানে জরুরী ভিত্তিতে একটি হিমাগার স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ২টি মহাবিদ্যালয়, ৪৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১শ' ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩৩টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এর সর্বত্রই রয়েছে জীর্ণ দশা। কোথাও নেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন।

দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "শর্ষিনা শরীফ" এ লোকালয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে সহস্রাধিক ছাত্র লিল্লাহ্ বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করে। মরহুম পীর সাহেব কেবলা হযরত মওলানা নেছার উদ্দিন (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠে প্রতিবছর ইসলামী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশ-বিদেশের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নেয়।

শিল্প

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ এলাকার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও এ পর্যন্ত এখানে কোন বৃহৎ পুঁজির শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। এ উপজেলার কৌড়িখাড়ায় বিসিক-এর সহায়তায় একটি শিল্প নগরী স্থাপিত হয়েছে। ২৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ নগরীতে সর্বমোট ২৪টি শিল্প ইউনিটের ২১টি চালু ও ৩টি নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ইউনিটের অধিকাংশই করাতকল ও ছোবড়া শিল্প। এ অঞ্চলে বৃহৎ পুঁজির একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও হিমাগার স্থাপিত হলে উৎপাদিত ফলমূল পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ এলাকার ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কুটির শিল্প বর্তমানে ধ্বংসের সম্মুখীন। ধ্বংসের হাত থেকে এ শিল্পকে বাঁচাতে পারলে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হত।

বিদ্যুৎ

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিদিন এখানে গড়ে ৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে। এ অবস্থায় শিল্প ইউনিটগুলো লাখ লাখ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ এলাকার জনগোষ্ঠীর এক ব্যাপক অংশ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ৬টিকে পল্লী বিদ্যুৎ-এর আওতায় নেয়া হলেও কাজের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।